08-04-2020 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের কারেন্ট (শক্তি তরঙ্গ) দিতে, তোমরা যদি দেহী - অভিমানী হও, তোমাদের বুদ্ধিযোগ যদি এক বাবার সাথে থাকে, তাহলে তোমরা কারেন্ট (শক্তি তরঙ্গ) পেতে থাকবে"

***প্রশ্নঃ -** সবথেকে বড় আসুরী স্বভাব কি, বাচ্চারা, যা তোমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয় ?*

***উত্তরঃ -** অশান্তি ছড়ানো, এ হলো সবথেকে বড় আসুরী স্বভাব । যারা অশান্তি ছড়ায়, তাদের উপর মানুষ বিরক্ত হয়ে যায় । তারা যেখানেই যাবে সেখানেই অশান্তি ছড়িয়ে দেবে তাই ভগবানের কাছ থেকে সকলেই শান্তির বর চায় ।*

***গীতঃ-** এই কাহিনী হলো প্রদীপ আর ঝড়ের* .....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এই গানের লাইন শুনেছে । এই গানতো ভক্তিমার্গের, এরপর তাকে জ্ঞানে পরিবর্তন করা হয়, আর কেউই এর পরিবর্তন করতে পারে না । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে জানতে পারে, প্রদীপ কি আর ঝড় কি ! বাচ্চারা জানে যে, আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে । বাবা এখন এসেছেন, সেই জ্যোতি জাগ্রত করার জন্য । কেউ মারা গেলেও প্রদীপ জ্বালানো হয় । সেই প্রদীপ খুব সাবধানে রাখা হয় । মানুষ মনে করে, প্রদীপ যদি কোনোভাবে নিভে যায় তাহলে আত্মাকে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, তাই মানুষ প্রদীপ জ্বালায় । এখন সত্যযুগে তো এই কথা থাকে না । ওখানে তো সবাই আলোতে থাকবে । ওখানে তো খিদে থাকেই না, খুব ভালো খাবার ওখানে পাওয়া যায় । এখানে হলো ঘোর অন্ধকার । এ তো ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া, তাই না । সমস্ত আত্মার জ্যোতি নিভে গেছে । সবথেকে বেশী জ্যোতি তোমাদের নিভে গেছে । তোমাদের জন্যই বিশেষ করে বাবা আসেন । তোমাদের জ্যোতি তো নিভে গেছে, এখন কারেন্ট কোথা থেকে পাবে ? বাচ্চারা জানে যে, কারেন্ট তো বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যাবে । কারেন্ট যদি জোর হয় তাহলে বাল্বের আলো বেড়ে যায় । তাই এখন তোমরা বড় মেশিন থেকে কারেন্ট নিচ্ছো । দেখো, বোম্বের মতো শহরে কতো মানুষ থাকে, সেখানে কতো বেশী কারেন্ট চাই । তাহলে অবশ্যই অনেক বড় মেশিন হবে । আর এ হলো অসীম জগতের কথা । এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মাদের জ্যোতি নিভে আছে । তাদের কারেন্ট দিতে হবে । মূল বিষয় বাবাই বোঝান, বুদ্ধিযোগ বাবার সঙ্গে লাগাও । তোমরা দেহী -অভিমানী হও । বাবা কতো উচ্চ,সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করা সুপ্রীম পিতা এখন এসেছেন সকলের জ্যোতি জাগ্রত করতে । তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার মনুষ্য মাত্রেরই জ্যোতি জাগ্রত করেন । বাবা কে, তিনি কিভাবে জ্যোতি জাগ্রত করেন ? এ তো কেউই জানে না । তাঁকে জ্যোতি স্বরূপও বলা হয়, মানুষ আবার তাঁকে সর্বব্যাপীও বলে দেয় । সেই জ্যোতি স্বরূপকে মানুষ ডাকে কেননা সকলের জ্যোতি নিভে গেছে । অথও জ্যোতির সাক্ষাৎকারও হয় । এমন দেখায় যে, অর্জুন বলেছিলো, আমি এই তেজ সহ্য করতে পারছি না । এ অনেক কারেন্ট । তাই এই বিষয়কে তোমরা বাচ্চারাই এখন বুঝতে পারো । সকলকে এই কথাই বোঝাতে হবে যে, তুমি আত্মা । আত্মা উপর থেকে এখানে আসে । প্রথমে আত্মা পবিত্র থাকে, তার মধ্যে কারেন্ট থাকে । তখন সে সতোপ্রধান থাকে । স্বর্ণ যুগে আত্মা পবিত্র থাকে তারপর তাকে অপবিত্রও হতে হয় । আত্মা যখন অপবিত্র হয় তখনই সে গড ফাদারকে ডাকে যে, এসে আমাদের উদ্ধার করো অর্থাৎ দুঃখ থেকে মুক্ত করো । উদ্ধার করা আর পবিত্র করা, এর অর্থ আলাদা আলাদা । নিশ্চই কারোর দ্বারা পতিত হয়েছে, তাই তো বলে, বাবা এসো, এসে আমাদের উদ্ধারও করো, পবিত্রও বানাও । এখান থেকে আমাদের শান্তিধামে নিয়ে চলো । শান্তির বর দাও । বাবা এখন বুঝিয়েছেন -- এখানে তো শান্তিতে থাকতে পারবে না । শান্তি তো শান্তিধামেই আছে । সত্য যুগে এক ধর্ম, এক রাজ্য থাকে, তাই সেখানে শান্তি থাকে । সেখানে কোনো অশান্তি থাকে না । এখানে মানুষ অশান্তিতে বিরক্ত হতে থাকে । একই ঘরে কতো ঝগড়া হয় । মনে করো স্বামী -স্ত্রীর ঝগড়া হলে মা, বাবা, বাচ্চারা, ভাই, বোন সবাই বিরক্ত হয়ে যায় । যারা অশান্তি করে, সেইসব মানুষ যেখানেই যাবে সেখানে অশান্তিই ছড়াবে, কেননা তারা তো আসুরী স্বভাবের, তাই না । তোমরা এখন জানো যে, সত্যযুগ হলো সুখধাম । সেখানে সুখ আর শান্তি দুইই থাকে । আর ওখানে অর্থাৎ পরমধামে তো কেবল শান্তি, তাকে বলা হয় সুইট সাইলেন্স হোম । মুক্তিধামের মানুষদের কেবল এই কথাই বোঝাতে হয় যে, তোমরা মুক্তি চাইলে বাবাকে স্মরণ করো ।

মুক্তির পরে জীবনমুক্তি তো অবশ্যই আছে । প্রথমে জীবনমুক্ত হয় তারপর জীবনবন্ধে আসে । অর্ধেক -অর্ধেক, তাই তো । সতোপ্রধান থেকে অবশ্যই সতো, রজঃ এবং তমঃতে আসতে হবে । পরের দিকে যারা এক -অর্ধেক জন্মের জন্য আসবে, তারা সুখ -দুঃখের কি অনুভব করবে । তোমরা তো সব অনুভবই করো । তোমরা জানো যে, এতো জন্ম আমরা সুখে

থাকি, আর এতো জন্ম দুঃখে থাকি । আরো বিভিন্ন ধর্ম নতুন দুনিয়াতে আসতে পারে না । তাদের অভিনয়ই পরের দিকে, যদিও নতুন খণ্ড এবং তা ওদের জন্য যেন নতুন দুনিয়া । যেমন বৌদ্ধ খণ্ড, খৃস্টান খণ্ড, এ সব নতুন, তাই না । তাদেরও সতো, রজঃ এবং তমঃ স্থিতিকে পাস করতে হয় । ঝাড়েও তো এমন হয়, তাই না । ধীরে - ধীরে বৃদ্ধি হতে থাকে । প্রথমে যারা বের হয়, তারা নীচেই থাকে । এমন তো দেখা যায়, নতুন -নতুন পাতা কিভাবে বের হতে থাকে । ছোটো ছোটো সবুজ পাতা বের হতে থাকে তারপর ফুল বের হয়, নতুন ঝাড় খুবই ছোটো হয় । নতুন বীজ বপন করা হয়, তার সঠিক যত্ন না হলে তা মরে যায় । তোমরাও নিজেদের সুরক্ষা না করলে শেষ হয়ে যাও । বাবা এসে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন, এরপর এরমধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার হিসাবে তৈরী হয় । রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে, তাই না । অনেকেই এখানে ফেল করে যায় ।

বাচ্চাদের যেমন অবস্থা, তেমনই ভালোবাসা পায় বাবার কাছ থেকে । কোনো কোনো বাচ্চাকে বাইরে থেকেও ভালোবাসতে হয় । কেউ আবার লেখে, বাবা আমি ফেল করে গেছি । পতিত হয়ে গেছি । এখন এর কাছে কে যাবে । ওরা বাবার হৃদয়ে বিরাজ করতে পারে না । পবিত্রকেই বাবা অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে পারেন । প্রথমে এক একজনের কাছ থেকে সম্পূর্ণ খবর জিজ্ঞেস করে পোতামেল নেন । অবস্থা যেমন, ভালোবাসাও তেমনই । বাইরে যতই ভালোবাসবেন, অন্তরে জানেন, এ সম্পূর্ণ বুদ্ধু, সেবা করতেই পারে না । খেয়াল বা চিন্তা তো থাকেই, তাই না । অজ্ঞান কালে বাচ্চারা যখন ভালো উপার্জন করে, তখন বাবারা তাদের খুবই ভালোবাসে । আবার কেউ যদি বেশী উপার্জন না করে, তখন বাবারও তেমন ভালোবাসা থাকে না । তাই এখানেও এমনই । বাচ্চারা তো বাইরেও সেবা করে, তাই না । যে ধর্মেরই হোক না কেন, তাকে বোঝানো উচিত । বাবাকে তো উদ্ধারকর্তা বলা হয় । উদ্ধারকর্তা আর গাইড কে, তাঁর পরিচয় দিতে হবে । সুপ্রীম গড ফাদার আসেন, সবাইকে উদ্ধার করেন । বাবা বলেন, তোমরা কতো পতিত হয়ে গেছো । তোমাদের পবিত্রতাই নেই । তোমরা এখন আমাকে স্মরণ করো । বাবা তো চির পবিত্র । বাকি সবাই অবশ্যই পবিত্র থেকে অপবিত্র হয় । তারা পুনর্জন্ম নিতে নিতে নেমে আসে । এই সময় সকলেই পতিত, তাই বাবা রায় দেন --বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে । মৃত্যু তো এখন সামনে উপস্থিত । পুরানো দুনিয়ার এখন অন্তিম সময় । মায়ার পাম্প (জোর) এতোই, তাই মানুষ মনে করে এই তো স্বর্গ । এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি কতকিছু আছে, এ সবই হলো মায়ার পাম্প । এ সবই এখন শেষ হতে হবে । তারপর স্বর্গের স্থাপন হয়ে যাবে । এই বিদ্যুৎ ইত্যাদি তো স্বর্গেও থাকে । তাহলে এইসব স্বর্গে কিভাবে আসবে । তাহলে যে জানে, তেমন কাউকে চাই । তোমাদের কাছে খুব ভালো কারিগররা আসবে । তারা তো আর রাজা হবে না কিন্তু তারা তোমাদের প্রজাতে আসবে । ইঞ্জিনিয়ারিং জানে এমন সব কারিগররা আসবে । এই আধুনিকতা সব বিলেত থেকেই আসে -যায় । তাই ওদেরও তোমাদের শিববাবার পরিচয় দিতে হবে । তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের এই যোগে থাকার পুরুষার্থ অনেক বেশী করে করতে হবে, এতে অবশ্য মায়ার ঝড় অনেকেই আসে । বাবা কেবল বলেন, আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । এ তো ভালো কথা, তাই না । ক্রাইস্টও তাঁরই রচনা, রচয়িতা সুপ্রীম আত্মা তো একজনই । বাকি সবই হলো রচনা । অবিনাশী উত্তরাধিকার একমাত্র রচয়িতার থেকেই পাওয়া যায় । এমন ভালো ভালো পয়েন্টস যা আছে, সব নোট করা উচিত ।

বাবার মুখ্য কর্তব্য হলো সবাইকে উদ্ধার করা । তিনি সুখধাম এবং শান্তিধামের দরজা খুলে দেন । তাঁকে বলা হয় - হে উদ্ধারকর্তা, তুমি আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে চলো । এখানে যখন সুখধাম থাকে তখন বাকি আত্মারা শান্তিধামে থাকে । স্বর্গের দ্বার বাবাই খোলেন । এক দ্বার নতুন দুনিয়ার খোলে, আর এক দ্বার খোলে শান্তিধামের । এখন যে আত্মারা অপবিত্র হয়ে গেছে, বাবা তাঁদের শ্রীমত দেন, তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করো, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের পাপ দূর হবে । এখন যারা যারা পুরুষার্থ করবে, তারা তারা তাদের ধর্মে উঁচু পদ পাবে । পুরুষার্থ না করলে তো কম পদ পাবে । তোমরা ভালো ভালো পয়েন্টস নোট করো তাহলে সময়মতো কাজে আসতে পারে । বলো, শিববাবার কর্তব্য আমরা বলবো, তখন দেখো মানুষ বলবে, এরা কে, যে গড ফাদারের কর্তব্য বলে দেয় । বলো, তোমরা আত্মার রূপে তো সকলেই ভাই - ভাই । এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা রচিত হয়, তখন ভাই -বোন হয় । গড ফাদার, যাঁকে উদ্ধারকারী, গাইড বলা হয়, তাঁর কর্তব্য আমরা আপনাদের বলছি । আমাদের অবশ্যই গড ফাদার বলেছেন, তাই আমরা আপনাদের বলছি । সন্তানরা বাবাকে দর্শায় । এও তোমাদের বোঝানো উচিত । আত্মা সম্পূর্ণ একটি ছোটো তারা, এই চোখের দ্বারা আত্মাকে দেখা যায় না । দিব্য.দৃষ্টির দ্বারা সাক্ষাৎকার হতে পারে । আত্মা তো বিন্দু, তাকে দেখলে কি আর লাভ হবে ? বাবাও এমনই বিন্দু, তাঁকে সুপ্রীম সোল বলা হয় । সোল একই রকম কিন্তু তিনি হলেন সুপ্রীম, নলেজফুল, ব্লিসফুল, তিনি উদ্ধারকর্তা এবং গাইড । তাঁর অনেক মহিমা করতে হবে । বাবা অবশ্যই আসবেন, তবেই তো তিনি সাথে করে নিয়ে যাবেন । তিনি এসেই আমাদের এই জ্ঞান দেন । বাবাই আমাদের বলেন, আত্মা এতো

ছোটো, আমিও এমনই ছোটো । এই জ্ঞানও তিনি নিশ্চই কোনো শরীরে প্রবেশ করেই দেবেন । আমি আত্মার পাশে এসে বসবো । আমার মধ্যে শক্তি আছে, দেহ পেয়ে গেলাম তাই ধনীও হয়ে গেলাম । এই দেহের দ্বারা আমি বসে বোঝাই, একে এডামও বলা হয় । এডাম হলো প্রথম মানুষ । মানুষের তো ঝাড় হয়, তাই না । এরা মাতা -পিতাও হয়, এদের দ্বারা আবার রচনা হয়, ইনি পুরানো হলেও এঁকে দত্তক নেওয়া হয়েছে, না হলে ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন । ব্রহ্মার বাবার নাম কেউ তো বলো । ব্রহ্মা -বিষ্ণু - শঙ্কর এরা কারোর রচনা তো হবে, তাই না । রচয়িতা তো একজনই, বাবা তো এনাকে দত্তক নিয়েছেন, এ যদি কোনো ছোটো বাচ্চা বসে শোনায়, তাহলে বলবে, এর অনেক জ্ঞান । যেই বাচ্চাদের খুব ভালো ধারণা হয়, তাদের অনেক খুশী থাকে, তারা কখনো ক্লান্ত হয়ে হাই তোলে না । কেউ যদি না বোঝে তখন হাই তুলতে থাকে । এখানে তো তোমাদের কখনো হাই তোলা উচিত নয় । উপার্জনের সময় কখনোই হাই আসে না । গ্রাহক না থাকলে, কাজ কারবার যদি না চলে, তখনই হাই আসতে থাকবে । এখানেও অনেকের ধারণা হয় না । কেউ তো একদমই বুঝতে পারে না কারণ দেহ -অভিমান থাকে । দেহী -অভিমানী হয়ে বসতে পারে না । কোনো না কোনো বাইরের কথা স্মরণে এসে যাবে । পয়েন্টস ইত্যাদিও নোট করতে পারবে না ।তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যারা, তারা চট করে নোট করে নেবে -এই পয়েন্ট খুব ভালো । ছাত্রদের চালচলনও তো টিচাররা দেখতে পায়, তাই না । সচেতন টিচারদের নজর চারিদিকে ঘুরতে থাকে, তাই তো তারা পড়ার জন্য সার্টিফিকেট দিতে পারে । স্বভাবের জন্যও সার্টিফিকেট দেওয়া হয় । কতদিন অনুপস্থিত ছিলো, তাও দেখা হয় । এখানে তো যদিও বা উপস্থিত হয়, তবুও কিছুই বুঝতে পারে না, তাই ধারণাও হয় না । কেউ বলে, আমার মোটা বুদ্ধি, ধারণা হয় না, বাবা আর কি করবেন ! এ হলো তোমাদের কর্মের হিসেব - নিকেশ । বাবা তো সকলের জন্য একইরকম প্রচেষ্টা করান । তোমাদের ভাগ্যে না থাকলে আর কি করবেন । স্কুলেও কেউ পাস, কেউ আবার ফেল করে । এ হলো অসীম জগতের পড়া, যা অসীম জগতের পিতা পড়ান । অন্য ধর্মের লোকেরা গীতার কথা বুঝতে পারবে না । তাদের দেশ - ধর্ম দেখে বোঝাতে হয় । প্রথম -প্রথম উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার পরিচয় দিতে হয় । তিনি হলেন উদ্ধারকর্তা, গাইড । স্বর্গে এমনসব বিকার থাকে না । এই সময় একে বলা হয় শয়তানী রাজ্য । এ তো পুরানো দুনিয়া, একে স্বর্ণযুগ বলা হবে না । দুনিয়া একসময় নতুন ছিলো, এখন তা পুরানো হয়ে গেছে । বাচ্চাদের মধ্যে, যাদের সেবার শখ আছে, তাদের এইসব পয়েন্টস নোট করা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই ঈশ্বরীয় পড়াতে অনেক উপার্জন, তাই খুশীর সঙ্গে এই উপার্জন করতে হবে । পড়ার সময় কোনো হাই যেন না ওঠে, বুদ্ধিযোগ যেন এদিক -ওদিক বিভ্রান্ত না হয় । পয়েন্টস নোট করে ধারণা করতে থাকো ।

২) পবিত্র হয়ে বাবার হৃদয়ের ভালোবাসা পাওয়ার অধিকারী হতে হবে । এই সেবাতে হুঁশিয়ার হতে হবে, ভালো উপার্জন করতে হবে এবং করাতে হবে ।

বরদানঃ- স্ব কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারী হয়ে মায়াজিৎ, বিজয়ী ভব*

এখনো পর্যন্ত স্ব কল্যাণে অনেক সময় চলে যাচ্ছে । এখন পর -উপকারী হও । মায়াজিৎ, হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব সম্পদের বিধাতা হও, অর্থাৎ সমস্ত সম্পদকে কাজে লাগাও । খুশীর সম্পদ, শান্তির সম্পদ, শক্তির সম্পদ, জ্ঞানের সম্পদ, গুণের সম্পদ, সহযোগ দানের সম্পদ ভাগ করে দাও আর বৃদ্ধি করো । যখন এই বিধাতা ভাবের স্থিতির অনুভব করবে, অর্থাৎ পর -উপকারী হতে পারবে, তখনই অনেক জন্ম বিশ্ব রাজ্য অধিকারী হতে পারবে ।

স্লোগানঃ- বিশ্ব কল্যাণকারী হতে হলে নিজের সর্ব দুর্বলতাকে সদাকালের জন্য বিদায় করো ।*